দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...31.OCT 2002
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

রাজারহাটে ভুয়া সার্টিফিকেটের মাধ্যমে বেতন-ভাতা উত্তোলন

কুড়িগ্রাম জেলা সংবাদদাতা ঃ রাজারহাট উপজেলার ঠাটমারী উচ্চ বিদ্যালয়ের অফিস সহকারী ভুয়া সার্টিফিকেট প্রদান করে বিগত ৪ মাস থেকে সরকারী অংশের বেতন-ভাতা উত্তোলন করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

লিখিত অভিযোগে প্রকাশ, বিগত ২০০০ সালে স্কুলটির প্রধান শিক্ষক জগবন্ধু রায়সহ কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিওভুক্ত হয়। এই এমপিওভুক্তি তালিকায় অফিস সহকারী হরকান্ত বর্মণের নাম ছিল না। এ নিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে হরকান্ত বর্মণের বিরোধ দেখা দেয়। প্রধান শিক্ষকের জন্য হরকান্ত এমপিওভুক্ত হতে পারেননি এমন ধারণায় উভয়ের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে। ঐ প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক বলেন, হরকান্ত এসএসসি পাস। ১৯৮২ সালের ১ জানুয়ারী জারিকৃত সরকারী সার্কুলার মোতাবেক এইচএসসি পাস ছাড়া কোন ব্যক্তিকে অফিস সহকারী পদে নিয়োগের বিধান নেই। ফলে হরকান্ত সে সময় এমপিওভুক্ত হয়নি।

এদিকে হরকান্ত বর্মণ স্থানীয় এক কলেজ শিক্ষকের সহায়তায় এইচএসসি পাসের ভুয়া সার্টিফিকেট জোগাড় করে ডিজি অফিসের কয়েকজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিপুল অংকের টাকা দিয়ে বশীভূত করে গত মে, ২০০২ মাসে এমপিওভুক্ত হন। যার ইনডেক্স নং- সিটি ৫৬১৮৬৩। এমতাবস্থায় উক্ত অফিস সহকারী বিধিসম্মতভাবে এমপিওভুক্ত হননি মর্মে প্রধান শিক্ষক গত ১৩-৮-২০০২ তারিখে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিকট লিখিত অভিযোগ প্রেরণ করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাটি তদন্তের জন্য কুড়িগ্রাম সরকারী কলেজের প্রিন্সিপালকে দায়িত্ব দেয়া হয়।